গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০২.২০১৮-২২২

তারিখ : ২৬ আষাঢ় ১৪২৬ / ১০ জুলাই ২০১৯

বিষয় : বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ৩০.০৬.২০১৯ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : সভার কার্যবিবরণী

(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব
ফোন #:+৮৮০ ৪৭১২৪৩৫৯
ই-মেইল : admin3@ssd.gov.bd

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়) :

সুরক্ষা সেবা বিভাগ :

১. অতিরিক্ত সচিব .....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২. যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৩. যুগ্মসচিব (কারা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৪. সচিব-এর একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা; এবং
৫. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ।

বিভাগীয় কমিশনার :

১. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা;
২. বিভাগীয় কমিশনার, চট্রগ্রাম;
৩. বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী;
৪. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা;
৫. বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল;
৬. বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট;
৭. বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর; এবং
৮. বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ।

অধিদপ্তরসমূহ :

১. মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা;
২. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা;
৩. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা; এবং
৪. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান
সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
তারিখ : ৩০ জুন ২০১৯
সময় : বেলা ১২.০০ ঘটিকা
স্থান : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে উপস্থাপন করা হলো।

সভাপতি সভার শুরুতে সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। অত:পর সভায় জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা এবং জনাব কে এম তরিকুল ইসলাম, বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর-কে ফুলেল শুভেচ্ছাসহ অভিনন্দন ও স্বাগত জানানো হয়। সভাপতি বলেন, বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে সরকারের সকল কর্মসূচি ও উন্নয়ন কর্মকান্ড তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন । তিনি বিভাগীয় কমিশনারগণের সার্বিক সহযোগিতায় সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তরসমূহের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি সুরক্ষা সেবা বিভাগকে একটি গতিশীল ও কার্যকর সেবামুখী বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহের উপর দপ্তর প্রধান এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

২। **বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়িকরণ:** বিগত ২৮ এপ্রিল ২০১৯ এ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংশোধন না থাকায় তা গৃহীত হয়।

৩। **দপ্তর/সংস্থাওয়ারি আলোচনা :** সভাপতির নির্দেশক্রমে দপ্তর/সংস্থাওয়ারি আলোচনার জন্য ড. তরুণ কান্তি শিকদার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করা হয়।

ক. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :

ক্র.	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
ক.	মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ	• ২৬.০৬.১৯ তারিখে দেশব্যাপি আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস যথাযথভাবে পালন করায় বিভাগীয় কমিশনারগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ভবিষ্যতে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হয় ; • রংপুর বিভাগে মে, ২০১৯ এ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিরোধ/মাদকাসক্তি নিরোধ/বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ৩৮৮টি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য বিভাগেও অনুরুপ কর্মসূচি গ্রহণ করা; • মে, ২০১৯ পর্যন্ত ৩০ হাজার ৩৪৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠিত হয়েছে। সকল বিভাগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটিগুলোর কার্যক্রম সক্রিয় করতে হবে; • মাদক গ্রহণের ফলে মানব দেহে ক্ষতিকর দিকসমূহের উপর নির্মিত ফেস্টুন, ব্যানার এবং ডিজিটাল বিলবোর্ড জনবহুল স্থানে স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)

গ.	মাদকমুক্ত উপজেলা ঘোষণা	• পাইলট প্রকল্প হিসেবে খুলনা বিভাগের মাগুরা জেলার ৪টি উপজেলা, নড়াইল জেলার ৩টি উপজেলা, ঢাকা বিভাগের ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলা, চট্টগ্রাম বিভাগের নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলা, রাজশাহী বিভাগের পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলা, বরিশাল বিভাগের ঝালকাঠি সদর উপজেলা, রংপুর বিভাগের ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা, সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার জুড়ি উপজেলা এবং ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর জেলার নকলা উপজেলাকে মাদকমুক্ত ঘোষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উপজেলা এ্যাকশন প্লান অনুযায়ী মাদকমুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং ডিএনসি কর্তৃক বিশেষ অভিযান পরিচালনাসহ মাদকবিরোধী সভা সমাবেশের আয়োজনের মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে গণজাগরণ সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণসহ মাদকমুক্ত করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান
ঘ.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর প্রচার, মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা	• মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে এপ্রিল ও মে, ২০১৯ এ মোট ১২৯৫টি অভিযান পরিচালনা করে ৮৪২টি মামলা দায়ের ও ৮৪৪ জন আসামিকে গ্রেফতার করে বিভিন্ন মেয়াদে সাঁজা প্রদান করা হয়েছে। এপ্রিল ও মে, ২০১৯ এ উদ্ধারকৃত উল্লেখযোগ্য আলামত: হেরোইন-৫৭ গ্রাম, ইয়াবা-১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭৯৬ পিস, ফেনসিডিল-৯০ বোতল ও গাঁজা-১২৯ কেজি। চলমান মাদকবিরোধী এ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক এপ্রিল এবং মে, ২০১৯ এ ১০ হাজার ৯০টি অভিযান পরিচালনা করে ২,৬৪৮ জন মাদককারবারীর বিরুদ্ধে ২,৪৭৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; • মাদক চোরাচালান ও অবৈধ মাদকব্যবসা রোধে চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলায় মে, ২০১৯ এ ৪০টি অভিযান পরিচালনা করে ৫৯টি মামলা দায়ের করে ৫০ হাজার ৫৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ৫৯ জনকে দন্ড প্রদান করা হয়েছে এবং এপ্রিল, ২০১৯ এ ৮৭টি অভিযান পরিচালনা করে ১৯৮টি মামলা দায়ের করে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬০০ টাকা জরিমানা আদায় করে ২৬৩ জনকে দন্ড প্রদান করা হয়। অন্যান্য বিভাগেও অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা;	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান
ঙ.	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	• ২৪টি জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নেই। যথাঃ ঢাকা বিভাগে-৩টি (গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর, মুন্সীগঞ্জ), চট্টগ্রাম বিভাগে-৫টি (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, লক্ষ্মীপুর ও চাঁদপুর), সিলেট বিভাগে-১টি, (সুনামগঞ্জ), খুলনা বিভাগে-৫টি, (বাগেরহাট, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল ও মেহেরপুর), বরিশাল বিভাগে-৫টি, (ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা), রংপুর বিভাগে-৫টি, (কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়) এ সকল জেলায় স্থানীয়ভাবে নিরাময় কেন্দ্র চালুর বিষয়ে দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ করা; • স্থানীয় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বেসরকারি পর্যায়ে বিবেচ্য মাসে হবিগঞ্জ জেলায় ১টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, আরো বেশি সংখ্যায় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রাখা। • লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার সাথে সমন্বয়সাধন করে নিয়মিত নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন অব্যাহত রাখা;	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/মাদকদ্রব্য অনুবিভাগ প্রধান

খ.ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ;	• এলাকাভিত্তিক স্কুল-কলেজে অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠানসহ সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন অব্যাহত রাখা; • প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় ক্যাপাসিটি ও ভলান্টিয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ তাদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে নিয়মিত আপডেট করা।	মহাপরিচালক/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান
খ.	দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহির্গমন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল এর আয়োজন।	• **'দেশে বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে 'Bangladesh National Building Code'-এর যথাযথ অনুসরণ এবং উহার প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে। দেশে জলাশয়, পুকুর, প্রভৃতি ভরাট করিয়া অপরিকল্পিতভাবে ভবন নির্মাণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রায়শই বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি বিবেচনা করিয়া নকশা প্রণয়ন করা হয় না। ভবনে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে বাধ্যবাধকতা থাকিলেও ইহার কার্যকারিতা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ করা হয় না। ইহা ছাড়া এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যাও অপ্রতুল। অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করাও আবশ্যক। এই লক্ষ্যে দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহির্গমন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল এর আয়োজন করা।'** মন্ত্রিসভা বৈঠকের এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান
	বহুতল ভবনের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা	• **'ভবনের নকশা অনুমোদনকালে প্রদত্ত শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়া ভবন নির্মিত হইতেছে কিনা তাহা পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। ভবন নির্মিত হইবার পর ভবনটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথ কিনা এবং ভবনটি যথাযথ আইন/বিধি অনুসারে নির্মিত হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত হইয়া বসবাসযোগ্যতার সনদ বা (Occupancy Certificate) প্রদানের পরই ইউটিলিটি সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রতিটি ভবনে বিশেষ করিয়া বহুতল ভবনের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যথাযথ মানসম্পন্ন কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রতিবৎসর অগ্নিনিরাপত্তা সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।'** মন্ত্রিসভা বৈঠকের এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	
	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করণ	• **'অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাপনায় আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি (বহুতল ভবনের উপযোগী উচ্চতাবিশিষ্ট মই জাম্বু কুশন ইত্যাদি) ব্যবহারের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।'** মন্ত্রিসভা বৈঠকের এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	
ঘ.	জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা;		মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান

বিভাগের নাম	জেলার নাম	মামলা নং	কোর্টের নাম
ঢাকা	নবাবগঞ্জ, ঢাকা	রিট পিটিশন নং-৭৩২৭/৭৩২৮/১০	মহামান্য হাইকোর্টে
ময়মনসিংহ	নকলা, শেরপুর	মামলা নং-১৪/২০০৬)	জেলা জজকোর্ট, শেরপুর
চট্টগ্রাম	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	রিট পিটিশন নং-১১৮৪৪/২০১৩	মহামান্য হাইকোর্টে
চট্টগ্রাম	দেবিদ্বার, কুমিল্লা	রিট পিটিশন মামলা নং ৮৬৫০	মহামান্য হাইকোর্টে
চট্টগ্রাম	লাঙ্গালকোট, কুমিল্লা	রিট পিটিশন নং-৯৯৫/২০১৩	মহামান্য হাইকোর্টে
খুলনা	পাইকগাছা, খুলনা	পিটিশন নং-৭০৫৮/২০১৩	মহামান্য হাইকোর্টে রিট

		খুলনা	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	৬২/২০১৫	জেলা জজকোর্ট, সাতক্ষীরা	
		সিলেট	তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	রিট পিটিশন মামলা নং-৬২/২০১৫,	মহামান্য হাইকোর্টে	
		• বর্ণিত জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি/বিকল্প জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অগ্রাধিকারভিত্তিতে সম্পন্ন করা।				
ঙ.	ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ;	• ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত যথোপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা;				মহাপরিচালক,ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান
		বিভাগের নাম	জেলার নাম	ফায়ার স্টেশনের নাম		
		ঢাকা	১.নারায়ণগঞ্জ	৪টি-সিদ্ধিরগঞ্জ, রূপগঞ্জ, পাগলা স্থলকাম নদী ও কাঁচপুর,		
		চট্টগ্রাম	২.চট্টগ্রাম	২টি-ভাটিয়ারী ও হালিশহর		
			৩.রাঙ্গামাটি	১টি- বাঘাইছড়ি		
			৪.নোয়াখালী	১টি-সেনবাগ		
			৫.কুমিল্লা	২টি-দেবিদ্বার ও ব্রাহ্মণপাড়া		
		রাজশাহী	৬.সিরাজগঞ্জ	১টি-চৌহালী		
		খুলনা	৭.খুলনা	২টি-তেরখাদা ও কয়রা		
			৮.সাতক্ষীরা	১টি-শ্যামনগর		
		বরিশাল	৯.বরিশাল	জেলায় ১টি-আগৈলঝাড়া		
			১০.পটুয়াখালী	১টি-দুমকি		
		সিলেট	১১.সিলেট	১টি-গোয়াইনঘাট		
			১২.হবিগঞ্জ	১টি-আজমেরীগঞ্জ স্থল কাম নদী		
			১৩.সুনামগঞ্জ	১টি-তাহিরপুর		
		• উপরের টেবিলে বর্ণিত ফায়ার স্টেশনসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।				
চ.	স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন স্থাপন;	• ময়মনসিংহ বিভাগে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য ৪টি জেলায় স্থান নির্বাচন করা হয়েছে; ১.স্টেশন রোড, ময়মনসিংহ ২. চড়পাড়া, ময়মনসিংহ ৩. আঠারবাড়ী, ঈশ্বরগঞ্জ ৪. কালিবাড়ি, মুক্তাগাছা ৫. পারলা বাসস্টেন্ড, নেত্রকোণা ৬. শ্যামগঞ্জ বাজার, নেত্রকোণা ৭. মিলন বাজার, মদন ৮. আদর্শ নগর (চেচড়াখালী), মোহনগঞ্জ ৯. বাইপাস মোড়, জামালপুর ১০. দিকপাইক সদর, জামালপুর ১১. ঝগড়ারচর বাজার, শেরপুর-এ স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা ; • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নেই অথচ স্টেশন প্রয়োজন এমন এলাকায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা;				মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর / বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান

গ কারা অধিদপ্তর :

ক্র.	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
ক.	কারাগার পরিদর্শন	• জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কারাগার পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;	কারা মহাপরিদর্শক/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)
খ.	কারাবন্দিদের হাসপাতালে অবস্থান	• দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের পাক্ষিক প্রতিবেদন কারাগার পরিদর্শনকালে যাচাইকরণের সুবিধার্থে প্রতি মাসে কারা অনুবিভাগ কর্তৃক সকল বিভাগীয় কমিশনারকে গোপনীয়ভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা; • সিভিল সার্জনকে সংগে নিয়ে কারাগার সারপ্রাইজ ভিজিট অব্যাহত রাখা; পরিদর্শনের সময় সিভিল সার্জন এর সহায়তায় দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কারাভ্যন্তরে এবং কারাগারের বাইরের হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের শারিরীক অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার যৌক্তিকতা যাচাই করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান

গ.	কারাভ্যন্তরে রিকভারি এডিক্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন করা	• স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় এ পর্যন্ত ৫৮টি কারাগারে মাদকাসক্তি নিরাময় ইউনিট চালু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টি কারাগারে মাদকাসক্তি নিরাময় ইউনিট চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মাদকাসক্ত বন্দিদের মাঝে মাদকের চাহিদা হ্রাসকল্পে/নিরাময়ের নিমিত্ত কারাভ্যন্তরে রিকভারি এডিক্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন অব্যাহত রাখা;	কারা মহাপরিদর্শক/কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঘ.	কারাগারে ডাবল ফেইস লাইন সংযোগ স্থাপন;	• ২০টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৬টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক/কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঙ.	রাজশাহী কারাগারের পুরাতন ভবন সংস্কারপূর্বক ব্যবহার;	• রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য গৃহীত প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত চূড়ান্ত করা;	কারা মহাপরিদর্শক/কারা অনুবিভাগ প্রধান
চ.	কারাগারের খাদ্যের মান তদারকিকরণ;	• প্রায় ২৫০ বৎসর যাবৎ কারাগারে সকালের নাস্তায় বড় রুটি হলে ১টা, ছোট রুটি হলে ২টা এবং সংগে ১৪ গ্রাম গুড় দেয়া হতো। উক্ত মেনু পরিবর্তন করে এখন হতে কারাগারসমূহে রুটি-গুড়ের পরিবর্তে সপ্তাহে ৪দিন ২টি বড় সাইজের রুটির সাথে সবজি, ২দিন খিচুরী ও ১দিন ২টি বড় সাইজের রুটির সাথে হালুয়া প্রদান করা হচ্ছে। নাস্তাসহ বন্দিদেরকে প্রদত্ত খাবার মেনু অনুযায়ী সরবরাহ করা হয় কিনা তা নিয়মিত তদারকি করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/কারা অনুবিভাগ প্রধান
ছ.	কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন;	• ৪টি (মাদারীপুর, মৌলভীবাজার, চাঁদপুর ও রাজশাহী) কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে দেওয়ানি মামলা দায়ের সম্পন্ন হয়েছে। শরীয়তপুর জেলা কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের গেজেট জারির অপেক্ষায় রয়েছে। এসকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/কারা অনুবিভাগ প্রধান
জ.	অবৈধভাবে দখলকৃত কারাগারের জমি উদ্ধার;	• কারাগারের জমির অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা; • রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের ৬ শতাংশ জমি বিজিবি কর্তৃক অপদখল সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তির জন্য সভা আহবানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন । বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • কারাগারের জমি দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে সীমানা নির্ধারণপূর্বক সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঝ.	এল এ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ;	• বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন এল এ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা।	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঞ.	কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাসকরণ;	• কাস্টুডি ওয়ারেন্টে Risk Level উল্লেখপূর্বক কোর্ট ইন্সপেক্টরগণের সহযোগিতায় কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাস কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • যে সকল জঙ্গি চাঞ্চল্যকর মামলায় কারাগারে বন্দি আছে তাদেরকে বিভিন্ন সেলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখার ব্যবস্থাসহ নিয়মিত নজরদারি অব্যাহত রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান
জ.	বেনামী অভিযোগ	• কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিজেদের মধ্যে অন্তঃকলহ জনিত কারণে একে-অপরের বিরুদ্ধে অনেক সময় হয়রানি করার উদ্দ্যেশ্যে বেনামী অভিযোগ করে থাকে। এর মধ্যে যে সকল অভিযোগের সুনির্দিষ্ট ভিত্তি/কারণ আছে মর্মে প্রতিয়মান হয় কেবল সে সকল অভিযোগ আমলে নিয়ে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর

ঘ. ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	দালাল কর্তৃক পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের হয়রানি বন্ধকরণ;	• পাসপোর্ট অফিসের আশেপাশে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও দালাল দ্বারা সেবা গ্রহীতার হয়রানি বন্ধ করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)

খ.	পাসপোর্ট প্রাপ্তির আবেদন;	• পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের পুলিশ প্রতিবেদন অনলাইনে প্রাপ্তির বিষয়টি জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির সভায় এজেন্ডভুক্ত করে আলোচনা করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • Special Branch কর্তৃক সম্পাদিত পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের প্রতিবেদন দ্রুত পাওয়ার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা; • মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকগণ যেন বাংলাদেশী পাসপোর্ট না পায় সে জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল
গ.	পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ;	• ১৬টি জেলায় (বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, নড়াইল, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, নাটোর, জয়পুরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ও শেরপুর) পাসপোর্ট অফিসের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে '১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১। গুণগতমান বজায় রেখে নির্মাণকাজ করা হচ্ছে কি'না জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক তা তদারকি করা; • এ ছাড়া জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে ১৭টি জেলায় আঞ্চলিক পাসর্পোট অফিস নির্মাণকাজও চলমান আছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২৫ শতক জমির উপর ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ৪তলা ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ১৭টি জেলার মধ্যে ইতোমধ্যে ১০টি জেলায় পাসপের্ট অফিস নির্মাণকাজ সমাপ্ত এবং উদ্বোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৭টি জেলায় (গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নেত্রকোণা, মাদারীপুর, শেরপুর, বাগেরহাট ও সিরাজগঞ্জ) ৭টি ভবন নির্মাণকাজ চলমান। গুণগত মান নিশ্চিত করার স্বার্থে বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক এ সকল নির্মাণকাজ নিয়মিত পরিদর্শন/তদারকি অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন অনুবিভাগ প্রধান
ঘ.	মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিবন্ধন;	• মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিবন্ধন করার জন্য ২টি সাব-স্টেশন চালু আছে। এখানে মূলত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের রেজিস্ট্রেশন করা হয়। কোন রোহিঙ্গা নাগরিক যাতে ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীগণের ক্যাম্পে মাদকবিরোধী কার্যক্রম প্রতিহত করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল) /নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন অনুবিভাগ প্রধান

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১০/৭/১৯

(মো: শহিদুজ্জামান)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।